করোনায় মৃত্যুতে নতুন রেকর্ড: যুক্তরাষ্ট্রে ২৪ ঘণ্টায় মারা গেল ২০৩৫ জন

করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতু্যর নতুন রেকর্ড সৃষ্টি গয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ২ হাজার ৩৫ জন।

একদিনে যে কোন দেশে করোনায় মৃত্যুর নতুন রেকর্ড এটি। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মারা গেছে ১৮ হাজার ৭৪৭ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, সব চেয়ে বেশি মারা গেছে নিউইয়র্কে ৭ হাজার ৮৪৪ জন। আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন। এরপরই আছে নিউজার্সি, সেখানে আক্রান্ত ৫৪ হাজার ৫৮৮ জন ও মারা গেছেন ১ হাজার ৯৩২ জন। খবর বিবিসি ও আল-জাজিরার।

মিশিগানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২২ হাজার ৭৮৩ এবং মারা গেছেন ১ হাজার ২৮১ জন। এরপরই আছে ক্যালিফোর্নিয়া, সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২১ হাজার ৭৩ জন, মারা গেছেন ৫৮৪ জন।

প্রথমে করোনাভাইরাসকে পাত্তা না দিলেও এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটি। দিনদিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ক্রমাগত বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা।

আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে সবাইকেই। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ২৮ হাজার ৭৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ৭৫২ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ২৭ হাজার ৩১৪ জন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৮১৫ জন চিকিৎসাধীন, যাদের অবস্থা স্থিতিশীল। বাকি ১০ হাজার ৯১৭ জনের অবস্থা গুরুতর, যাদের অধিকাংশই আইসিইউতে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা নিউইয়র্কে। সেখানে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৭ হাজার ৭৪৪ জন এবং আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭২ হাজার ৩৫৮ জন।

আমেরিকার শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্টনি ফসি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, দেশে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা এক লাখ বা তারও বেশি হতে পারে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ৩ মাস ছাড়িয়েছে। এখনও নিয়ন্ত্রণের লক্ষণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। করোনায় বিপর্যস্ত সারাবিশ্ব। গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বজুড়ে ৬ হাজার ৯৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২ হাজার ৭৩৪ জন।

এছাড়া বিশ্বজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার ৯৬৭ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে ১৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৩৫ জন। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৬ হাজার ১৮৪ জন সুস্থ হয়েছে।

ভাইরাসটি চীন থেকে ছড়ালেও বর্তমানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ ২ হাজার ৮৭৬ জন আক্রান্ত হয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১৮ হাজার ৭৮৭ জনের।

ইতালিতে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭৭ জন আক্রান্ত, আর মারা গেছে ১৮ হাজার ৮৪৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে ৫৭০ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে এবং আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রে।

এছাড়া স্পেনে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৭৫ জন আক্রান্ত, আর ১৬ হাজার ৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জার্মানিতে ১ লাখ ২২ হাজার ১৭১ জন আক্রান্ত, ২ হাজার ৭৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চীনে আক্রান্ত ৮১ হাজার ৯০৭, মারা গেছে ৩ হাজার ৩৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে মারা গেছে মাত্র ১ জন এবং নতুন করে আত্রান্ত হয়েছেন ৪২ জন।

বাংলাদেশে এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৪২৪ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ২৭ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায়ই মারা গেছে ৬ জন।

সূত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা জুনায়েদ সুবাহান।

এর আগে বুধবার লোম্বার্দিয়ার বেরগামো শহরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেছে নড়িয়ার প্রবাসী মো. সালাউদ্দীনের। ইতালিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পর মিলান শহরেই মারা যায় আরও তিন বাংলাদেশি।

প্রসঙ্গত করোনায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে। এ পর্যন্ত দেশটিতে ১৮ হাজার ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

চীনা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে বাংলাদেশকে চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার ঢাকার চীনা দূতাবাস থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিঠিতে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বাংলাদেশকে চীনের পক্ষ থেকে করোনা টেস্ট কিট, মাস্ক, পিপিই ও থার্মোমিটার দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনা প্রেসিডেন্ট ও দেশটির জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পাশাপাশি হাজার হাজার মাস্ক ও টেস্টিং উপকরণ দেয়ার জন্য জ্যাক মা ফাউন্ডেশন ও আলিবাবাকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চিঠিতে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চীনের সফলতার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সামনে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনের প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন শেখ হাসিনা।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের হুবেই শহরের উহান প্রদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়।পরে তা বিশ্বের সর্বত্র মহামারীতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসটিতে ৩৩০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। আর এতে আক্রান্ত হয়ে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সূত্র-যুগান্তর

করোনা থেকে কীভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন ৮২ বছরের সেই নারী?

করোনাভাইরাস মহামারীতে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ষাটোর্ধ্বদের নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় বয়স্করা করোনা আক্রান্ত হলে তারা সহজেই কাবু হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটছে। এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিকা আনন্দবাজার।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ভারতের মহারাষ্ট্রে সবাইকে অবাক করে দিয়ে করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন ৮২ বছরের এক নারী। এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েও সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কেরালার বাসিন্দা ৯৩ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ এবং তার ৮৮ বছরের স্ত্রী। তারপরই অশীতিপর ওই নারী নোভেল করোনাভাইরাসের কবল থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এর আগে, ১০১ বছর বয়সে করোনাকে হারিয়ে গোটা বিশ্বে রেকর্ড গড়েন ১০১ বছর বয়সী এক ইটালীয় বৃদ্ধ।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বfইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের

আইসোলেশন ওয়ার্ডে সাত দিন ভর্তি ছিলেন ওই নারী। গত সপ্তাহে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। তবে শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়লেও, সে রকম গুরুতর কোনও লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন তার ছেলে।

একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই নারীর ছেলে বলেন, ‘‘সম্প্রতি গুজরাট গিয়েছিল মা। সেখান থেকে ফিরতেই ডাক্তারি পরীক্ষা করাই। রিপোর্ট পজিটিভ আসায় হাসপাতালে ভর্তি করি। কয়েকটা দিন খুবই দুশ্চিন্তায় কেটেছে। তবে শেষমেশ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে মা। এখন ভালই আছে।’’

বাড়িতেই তারা ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি বলেও জানান ওই ব্যক্তি।

যেভাবে সুস্থ হলেন ভারতীয় সেই নারী

তবে ওই নারী সুস্থ হয়ে ওঠায় আশার আলো দেখছে রাজ্যের চিকিৎসা মহল। কোকিলাবেন হাসপাতালের সিইও সন্তোষ শেট্টি বলেন, ‘‘কোভিড-১৯ যে বয়স্কদের জন্য মৃত্যুর ঘণ্টা নয়, এই ঘটনা আমাদের সেই আশা এবং ভরসা জোগাচ্ছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অসম্ভব মনের জোর ছিল ওই নারীর। তাতেই বিপদ অনেকটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল।’’

শুধুমাত্র অক্সিজেনের জোগান এবং সাধারণ ওষুধেই ওই নারী সুস্থ হয়ে ওঠেন বলেও জানান তিনি।

কোকিলাবেন হাসপাতালে ১৯ বেডের কোভিড ইউনিটে সত্তরোর্ধ্ব বেশ কয়েক জনও ভর্তি রয়েছেন। এছাড়াও দিল্লির বাসিন্দা ৮২ বছরের এক বৃদ্ধও করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং খুব শীঘ্র লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

তবে এর আগেও মহারাষ্ট্রে বেশ কয়েক জন বয়স্ক করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ১২০০ ছুঁইছুঁই, সেখানে সম্প্রতি মাহিমের এসএল রাজা রহেজা হাসপাতালে থেকে ৭৬ বছরের এক নারী ছাড়া পেয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে তার পরিবারের কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি।

করোনা মোকাবেলায় চিকিৎসক-নার্সদের বেতন দ্বিগুণ করল ভারত

প্রাণঘাতী করোনা মোকাবেলায় জীবন বাজি রেখে লড়াই করা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন দ্বিগুন করেছে ভারতের হরিয়ানা রাজ্য সরকার।

শুক্রবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টর এ ঘোষণা দিয়েছেন বলে জিনিউজ জানিয়েছে।

একটি বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, যতদিন এই পরিস্থিতি থাকবে, যতদিন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে, দ্বিগুণ বেতন পাবেন করোনা চিকিৎসায়রত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, চিকিত্সকদের পরই যাদের কথা এই লড়াইয়ে মাথায় আসে, তারা হলেন পুলিশকর্মী। হরিয়ানা সরকার তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মনোহরলাল খাট্টর জানিয়েছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনো পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে, ৩০ লাখ টাকার বীমা দেয়া হবে তার পরিবারকে।

এর আগে পাঞ্জাব সরকারও পুলিশ ও সাফাইকর্মীদের জন্য ৫০ লাখ টাকার বীমা ঘোষণা করেছে।

প্রসঙ্গত ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ছুঁই ছুঁই। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত আরও নতুন করে ৫৯১ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৮৬৫।

গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ জন প্রাণও হারিয়েছেন। তাতে দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু সংখ্যা এসে ঠেকেছে ১৬৯-এ।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত ১০৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও রাজ্য সরকারের হিসাবে সংখ্যাটা ৮৩।

সূত্র-যুগান্তর

২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে ১,৭৮৩ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর হার কিছুটা কমেছে বলে দেখা গেছে। বৃহস্পতিবার ১৯৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট ১৬ হাজার ৪৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রোগীদের মৃত্যু ও শারীরিক অবস্থার অবনতি এতটাই দ্রুত ঘটছে, যা দেখে সেখানকার চিকিৎসক ও নার্সদের চোখ কপালে উঠে গেছে।-খবর রয়টার্সের

মৃত্যুর সংখ্যার সরকারি হিসেবে সব তথ্য উঠে আসছে না বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন কর্মকর্তারা। কারণ বাড়িতে বসে যেসব রোগী মারা যাচ্ছেন, এই হিসাবে তাদের গণনা করা হচ্ছে না।

নিউইয়র্কের গভর্নর অ্যান্ড্রু কিউমো বলেন, প্রতিটি নম্বর একেকটি মুখমণ্ডল। মারা যাওয়া লোকজনের স্মরণে রাজ্যটিজুড়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে অনুরোধ করেন তিনি।

কিউমো বলেন, এই ভাইরাস ঝুঁকিপূর্ণদের আক্রান্ত করে, দুর্বলদের আক্রান্ত করে। বিপন্নদের সুরক্ষা দেয়া সামাজিকভাবে আমাদের কর্তব্য।

চিকিৎসক ও নার্সরা বলছেন, বয়ষ্ক ও আগে থেকে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় থাকা রোগীরাই কেবল ঝুঁকিতে না, তরুণ ও স্বাস্থ্যবানরাও রয়েছেন।

নিউইয়র্ক শহরের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের নার্স ডিয়ানা টরিস বলেন, দেখতে ভালো মনে হচ্ছে, ভালো বোধ করছেন, অন্যদের দেখে এমন রোগীদের কাছে ফিরে আসার পর আর তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমার মানসিকভাবে বিকল হয়ে পড়ার অবস্থা হয়েছে। তাদের কক্ষের বাইরে পা দিতেই আতঙ্ক বোধ করছি।

কর্মকর্তারা বলছেন, চলতি সপ্তাহে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছাতে পারে।

হোয়াইট হাউসে এক ব্রিফিংয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স বলেন, আমরা এ সপ্তাহে নিজেদের হৃদ যন্ত্রণার মাঝে রয়েছি। তবে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

সুত্র-যুগান্তর

নিউইয়র্কে আরও ৮ বাংলাদেশির মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বুধবার (৮ এপ্রিল) নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কৃষিবিদ শাহানা আহমেদ তালুকদার আঁখি (৪৫), এডভোকেট সরোয়ার হোসেন (৭১), নিউজার্সির প্যাটারসনে সিলেটের বদরুল আলম

(৪৩), সুনামগঞ্জের মইনুল হক জুয়েল (৪৫), সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বরের শামীম আহমেদ (৪১), ভোলার সাবেক কমিশনার আবুল কাশেম কাজল (৫৪) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)।

এরা সকলেই বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন বলে হাসপাতালের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বজনেরা জানান।

৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মারা গেছেন ব্রঙ্কসে একটি হাসপাতালের সংক্রমণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসক ড. রেজা শাহ চৌধুরী (৫৭)। একইদিন ব্রঙ্কসের নর্থ সেন্ট্রাল হাসপাতালে মারা গেছেন ড. মোহাম্মদ ইফতেখার (৫৫) নামক আরেক বাংলাদেশি। পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় রোগী থেকে তাদের দেহে করোনা ছড়িয়ে পড়েছিল বলে হাসপাতালের উদ্ধৃতি দিয়ে কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ এন মজুমদার জানান।
এ নিয়ে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ৯৫ বাংলাদেশী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মিশিগান, নিউজার্সি এবং নিউইয়র্ক স্টেটে।

করোনায় মৃত্যুর মিছিলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির সংবাদে উদ্বেগ এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি স্বজনের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন। ঢাকা থেকে তিনি এ সংবাদদাতার মাধ্যমে প্রবাসীদের খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। সকলকে সতর্কতার সাথে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ঘরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নিউইয়র্কে বাংলাদেশি পুলিশ অফিসার এসোসিয়েশন (বাপা)’র সভাপতি লে. সুজাত খান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এম আজিজ, নিউ হ্যামশায়ার স্টেটের রিপ্রেজেনটেটিভ (রিপাবলিকান) আবুল খান (পিরোজপুর) এবং তার স্ত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছেন বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, কমিউনিটি লিডার সাহাবউদ্দিন (সিলেট) করোনাকে পরাস্থ করে ১৪ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন। জর্জিয়া রাজ্য সিনেটর (ডেমক্র্যাট) শেখ রহমান ১৪দিন কোয়ারেন্টাইনে থেকে সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করেছেন।

‘আমরা লাশ গোনা ছেড়ে দিয়েছি’

সর্বদা জেগে থাকা নিউইয়র্ক শহরের চেহারাটা নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে গত কয়েক সপ্তাহে। করোনার থাবায় ‘মৃত্যুপুরী’তে পরিণত হয়েছে গোটা নিউইয়র্ক। বদলে যাওয়া এই শহরে বাস করার অভিজ্ঞতা কেমন তা তুলে ধরেছেন অ্যালিক্স মন্টেলিওন ও তার প্রেমিক মার্ক কজলো।

শহরের অবস্থার কথা স্কাইপে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিন অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা মন্টেলিওন ও কজলো। বাইরে বেরোতে পারছেন না তাঁরা। তাই প্রিয় শহরটা এই সময়ে কেমন আছে, তা জানতে জানালা খোলা রেখে দিয়েছেন তারা।

মন্টেলিওন বলছেন, ‘‘আমরা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি শহরটাকে।’’
উইকওফ হাইটস মেডিক্যাল সেন্টারে যা ঘটছে তা-ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মন্টেলিওন ও কজলো। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্টেলিওন বলেন, ‘‘আমরা শুনতে পাচ্ছি বাইরে খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে যা থেকেই ধারণা করতে পারি, ভেতরের পরিস্থিতি কতটা খারাপ। কত লাশ ওখান থেকে বেরিয়ে এল তা গোনা এখন ছেড়ে দিয়েছি। এটা খুবই ভয়াবহ দৃশ্য। কিন্তু এটাই বাস্তব।’’

মন্টেলিওন ও কজলো বলছেন, এ শহরের সঙ্গে এ ছবি বড়ই বেমানান। গোটা ঘটনাটাই ধরা পড়েছে তাদের দু’জনের চোখে।

সূত্র: রয়টার্স

লন্ডনে পিপিই সংকট, নার্সদের পরানো হচ্ছে পলিথিন

চীনের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এদিকে, বিশ্বজুড়ে সংকট দেখা দিয়েছে পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টের (পিপিই)।

এমন পরিস্থিতিতে লন্ডনের একটি হাসপাতালে নার্সদের বর্জ্য ফেলার পলিথিন পরিয়ে করোনায় আক্রান্তদের সেবা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা জানান, পিপিই সংকট থাকায় এবং কোনো উপায় না পেয়ে হাসপাতালের বর্জ্য ফেলার ব্যাগ পরতে বাধ্য হচ্ছেন।

গত কয়েক সপ্তাহ আগে হ্যারো শহরের নর্থউইক পার্ক হাসপাতালের তিন নার্স তাদের যথাযথ মাস্ক, গাউন ও গ্লোবস পেতে হাসপাতালের বর্জ্য ফেলার ব্যাগ দিয়ে বানানো পিপিই পরা ছবি শেয়ার করেন।

ডেইলি টেলিগ্রাফের বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম মেট্রো ইউকে জানায়, পিপিই সংকট থাকায় পলিথিন পরে করোনা আক্রান্তদের সেবা করার কারণে ওই তিন নার্সের করোনা টেস্ট পজেটিভ এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুমূর্ষু রোগীদের জন্য বরাদ্দ করা সিট পূর্ণ হওয়ায় হাসপাতালটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।ওই হাসপাতালটিতে একটি ওয়ার্ডে ডিউটি করা অর্ধেকের বেশি স্টাফের করোনা ধরা পড়েছে।

ওই নার্সরা একটি প্রকাশনীকে জানায়, মার্চে তারা বিনলাইনার ব্যবহার করার কারণে আতঙ্কে ছিলেন। তারা বলেছেন, পিপিই সংকট থাকার কারণে অন্য কোনো পছন্দ না থাকায় এগুলো পরতে হয়েছে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন